আলমডাঙ্গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীকরণ দাবীতে শিক্ষক পরিবারের মানববন্ধন

আলমডাঙ্গায় বৈষম্য দুরিকরনে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীকরণ, জাতীয়করণের পুর্ব পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে মানববন্ধন ও স্বরকলিপি পেশ করা হয়েছে।

গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের সামনের রাস্তায় মানববন্ধন পুর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার ইমরুল হক।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক।তিনি বলেন সমগ্র বাংলাদেশে বেসরকারি স্কুলে যে ভাবে লেখাপড়া করান হয়, সেভাবে কিন্ত সরকারি স্কুলে হয় না, তারপরও এই সব শিক্ষকরা বৈষম্যের শিকার, আজ একই দিনে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক বৃন্দ মানব বন্ধন ও স্বারক লিপি প্রদান কর্মসুচি পালন করেছে। আমাদের পার্শবতি দেশ ভরতে শিক্ষকদের জাতীয়করন করা হয়েছে, আমাদের প্রতিটি স্কুলে যে ফিসের টাকা আদায় হয় এবং অন্যান্ন খাতে যে টাকা আয় হয় সেগুলো সরকারি ফান্ডে জমা করলে শিক্ষকদের দাবি পুরন করতে সরকারকে আলাদা টাকা খরচ করতে হবে না, যদি হয় তা যতসামান্ন। তাই শিক্ষক বৃন্দের দাবি সময়োপযোগী দাবি হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা মহদয়কে মেনে নেওয়ার অনুরোধ করেন। প্রধান শিক্ষক আবু তৈয়বের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম মোল্লা, প্রধান শিক্ষক আনোয়ার রশিদ সাগর, প্রধান শিক্ষক আব্বাস উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম,প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দিপু, প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মনিরুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক শামিম, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ আব্দুল লতিফ, প্রধান শিক্ষক আবরদুল হামিদ, প্রধান শিক্ষক ফরিদুল ইসলাম, সহকারি শিক্ষক রহিদুল ইসলাম, সহকারি শিক্ষক বিপ্লব প্রমুখ।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও সভাপতিকে অপসারণের দাবি

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের এডহক কমিটির সভাপতি জাফর আকবর ও অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর পদত্যাগের দাবীতে মানববন্ধন করেছেন দুজন শিক্ষক ও এলাকাবাসী। তবে দুজন শিক্ষকের মধ্যে সাজেদুর রহমান বুলুর বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সিনিয়র শিক্ষক অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল আলম।

স্থানীয় এলাকাবাসীর ব্যানারে গতকাল মঙ্গলবার ১১ টার সময় মেহেরপুর— কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদ গেটে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

পৌর বিএনপির নেতা শাজাহান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে কলেজের আরেক শিক্ষক সহকারি অধ্যাপক সাজেদুর রহমান বুলু বলেন, ঐতিহ্যবাহী মহিলা ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং সভাপতি করার জন্য এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয়, গ্রহণযোগ্য ও শিক্ষীত ব্যাক্তির নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু দুনীর্তিবাজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক সেই দাবীকে পাশ কাটিয়ে এলাকার বিতর্কিত ব্যক্তি জাফর আকবরকে গভর্নিং বডির এডহক কমিটির গঠনের লক্ষ্যে বিএনপি নেতা জাফর আকবরকে সভাপতি ও বালিয়াঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাহাব উদ্দীনকে বিদ্যুৎসাহী সদস্য নিয়োগ দেওয়ার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বরাবর সুপারিশ পাঠান। বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর পরই ফুঁসে ওঠে স্থানীয়রা। এ সময় গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, বিএনপি নেতা ইনামুল হকসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী বলেন, শিক্ষক সাজেদুর রহমান বুলু কখনো ক্লাস নেননা। কলেজের শৃ্◌ৃ্খলা মেনে চলেন না। তাকে ক্লাস নেওয়াসহ কলেজের শৃঙ্খলা মেনে চলার কথা বলা হলে তিনি নানা ধরণের হুমকি দিয়ে আসছিলেন বহুদিন ধরে। তিনি কলেজে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বাসায় গিয়ে প্রাইভেট পড়ান।
দুনীর্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারি বিধি মোতাবেক জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির মাধ্যমে এ সাতজনের নিয়োগ পক্রিয়া সম্পন্ন করেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এখানে কোন ব্যত্যয় হয়নি। প্রয়োজনে এ প্রক্রিয়া নিয়ে কারো আপত্তি থাকলে চ্যালেঞ্জের আহবান করছি।

এদিকে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, সহকারী অধ্যাপক সাজেদুর রহমান ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক হলেও ওই শাখাতে একজন শিক্ষার্থীও তিনি ভর্তি করান না। তিনি এলাকায় সুবিধাবাধি শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন এমপি থাকাকালীন সময়ে কলেজ সরকারি করণের জন্য মকবুলের নামে ৩ লাখ টাকা কলেজে থেকে নেন এবং এখনো ফেরৎ দেননি এমনকি এখনো পর্যন্ত কলেজ সরকারিকরণ হয়নি। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে বুলু সেই দলের ছাতি ধরে নিজেকে মাফিয়া হিসেবে তৈরি করেন। কলেজে ক্লাস না নিলেও তিনি বাড়িতে শত শত শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়ান। তার বিরুদ্ধে প্রাইভেট পড়তে আসা ছাত্রীরাও নানা সময়ে অশ্লিল আচরণের অভিযোগ তোলেন।

৩ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে বেসরকারী শিক্ষকদের মানববন্ধন

বৈষম্য দূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা পরিবারের ব্যানারে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জেলার বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষক নেতারা অংশ নেয়। মানববন্ধনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি মহিউদ্দিন, সহ-সভাপতি খলিলুর রহমান, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল মোমিন, শিক্ষক নেতা আব্দুস সাত্তার, রুহুল আমিন, লিয়াকত আলী, সাথী খাতুন, আলমগীর হোসেন, সাবদার আলীসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, শিক্ষায় বৈষম্য দুর করে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবী জানান। সেই সাথে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখারও আহ্বান জানান।

মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষা সচিবের বরাবর তাদের ৩ দফা দাবী সম্বলিত স্বারকলিপি পেশ করেন।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবীতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ

বৈষম্যদূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের এক দফা দাবীতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টায় মানববন্ধন শেষে জেলার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা এ স্মারকলিপি দেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষকরা জানান, আজ সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়কে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মজীবনে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বেসরকারী শিক্ষকরা। অবিলম্বে এ বৈষম্য দূর করে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করতে হবে। পরে নেতৃবৃন্দ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের মাধ্যমে

শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেন।

দামুড়হুদায় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধন

দামুড়হুদায় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে বৈষম্য দূরীকরণে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, জাতীয় করণের পূর্ব পযন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জুড়ানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একরামুল হকের সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের আহবায়ক পাটাচোরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাজান আলী, হোগলডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম, নতিপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমিনুল হক, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক ফাহমিদা রহমান, কুতুবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল বারিক, দামুড়হুদা ডিএস দাখিল মাদ্রাসার সুপার মুজাফফর রহমান।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠির সার্বিক তত্ববধানে ছিলেন মুক্তারপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি বখতিয়ার উদ্দিন।

জীবননগরে শিক্ষকদের জাতীয়করনের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

জীবননগরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয়করণ, জাতীয়করণের পূর্ব পযন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টার সময় জীবননগর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির আয়োজনে জীবননগর মেইন বাসস্টান্ডে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পাভেল মেহমুদ আব্দুর রবের সভাপতিতে মানববন্ধনের বক্তব্য রাখেন, হাসাদা ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আখতারুজ্জামান, উথলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান, কাশিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক শরিফ উদ্দিন, জান্নাতুল খাদরা মাদরাসার সুপার মাওলানা শরিফুল ইসলাম, শাপলা কলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক বাকি বিল্লাহ, মিনাজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল বাশার, সিংনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফারুক হোসেন, পাকা দারুস সালাম দাখিল মাদ্রাসার সুপার ওয়াহিদুজ্জামান, ধোপাখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির সাধারন সম্পাদক আবুল হাশেম। মানববন্ধন শেষে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নারায়ণ চন্দ্র পালের নিকট শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে প্রধানশিক্ষকের

অনিয়মের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

মেহেরপুরে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান
শিক্ষক সানজিদা ইসলামের অনিয়ম ও দুনিতীর বিচার চেয়ে ছয় দফা
দাবীতে মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থীরা।

আজ রবিবার দুপুর ১ টার দিকে বিদ্যালয়ের প্রধান গেটের সামনে মানববন্ধন করে শিক্ষার্থীরা।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ তাদের বিদ্যালয়ে আইসিটি রুম তাদের ব্যবহার করতে না দিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানের কাছে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। দরিদ্র মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের অর্ধ ও বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ দীর্ঘদিন যাবৎ জলবদ্ধ হয়ে থাকায় তারা খেলা ধুলার সুযোগ পাচ্ছে না, অপরিচ্ছন্ন ক্লাসরুম ও ক্লাস রুমে পর্যপ্ত ফ্যানের অভাবে গরমে কষ্ট পাচ্ছে তারা। বিদ্যালয়ে নতুন একাডেমিক ভবনের শ্রেণি
কক্ষ খালি পড়ে থাকা সত্বেও পুরাতন ভবনে ক্লাস নেয়া হয়। যেখানে
পর্যাপ্ত ফ্যানের ব্যবস্থা না থাকায় গরমে কষ্ট করতে হয়। বিদ্যালয়ের ভবনের পাশে জঙ্গলের কারনে এডিশ মশার উৎপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। মশার কামড়ে কয়েকজন শিক্ষার্থী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে। বিদ্যালয়ের ১শ ১৭ বিঘা জমি লীজের টাকার কোন হিসাব নেই।

তবে প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম এসকল অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

জীবননগরে কেন্দ্রীয়

গোরস্থানের নিজস্ব জমি

পুনরুদ্ধরের দাবীতে মানববন্ধন

জীবননগর কেন্দ্রীয় গোরস্থানের নিজস্ব জমি পুনরুদ্ধরের দাবী মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২ টার সময় জীবননগর চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানববন্ধন অনুষ্ঠানে জীবননগর কেন্দ্রীয় গেরাস্থান কমিটির সভাপতি সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মো: আশরাফুল হক লিখিত বক্তব্যে বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার, থানা জীবননগর অধীন ২৫ নং জীবননগর মৌজায় আর.এস ৯৬৪ নং খতিয়ানে আর.এস ২৫৭৯ নং দাগের মালিক ছিলেন কাজী মাহাবুব হোসেন, কাজী সাইফুজ্জামান (বাবলা), আসমা খাতুন ও আছিয়া খাতুন গং। তন্মধ্যে উত্ত আছিয়া খাতুন এর নিকট হইতে বিগত ২৭/০৪/১৯৮৩ ইং তারিখে ৪৫৩৬ নং রেজি: কবলায় ০.০৪০০ একর জমি মর্ঝিনা খাতুন ক্রয় করেন। উক্ত মর্জিনা খাতুন এর নিকট হইতে আমরা গোরস্থান কমিটি বিগত ইং ১৯/০২/১৯৮৫ তারিখে ১৮৯০ নং রেজি: কবলায় ০.০৪০০ একর জমি ক্রয় করি। আসমা খাতুন এর নিকট হইতে আমরা গোরস্থান কমিটি বিগত ইং ০৩/০৬/১৯৮৪ তারিখে ২০১৬ রেজিঃ কবলায় ০.০৭০০ একর জমি ক্রয় করি।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিগত সরকারের আমলে সাবেক এম.পি আলী আজগর টগরের মৌখিক নির্দেশে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যের মনোনিত নেত্রীবৃন্দের সহায়তায় জীবননগর কেন্দ্রীয় গোরস্থানের জমি মোঃ আরিফুজ্জামান, মোঃ স্বপন হোসেন, মোঃ মনিরুজ্জামান, মোঃ কামরুজ্জামান, মোছাঃ নাজমা খাতুন, মোছাঃ বিলকিছ খাতুন, মোছাঃ নারগিস খাতুন, মোছাঃ নাছরিন খাতুন সর্ব পিতা মৃত নুরুল ইসলাম, সর্ব সাং মাধবখালী, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা জোর পূবক দখল করেন। উক্ত দখল প্রতিরোধের জন্য জীবননগর গোরস্থান কমিটি বাদী হইয়া জীবননগর সহকারি জজ আদালতে দেওয়ানি ২৫২/২০১২ নং মামলা দায়ের করি। উক্ত মামলায় আদালত হইতে বিগত ২১/০২/২০১৩ ইং তারিখে বিবাদীগণের বিরুদ্ধে নালিশি সম্পত্তির উপর সর্বপ্রকার নির্মাণ কার্য করা থেকে স্থিতি অবস্থা বজায় রাখার আদেশ দিয়াছিলেন। যাহা আদালতের আদেশ অবমাননা মামলা মিস-০৫/২০১৩ অদ্যবধি বিচারাধীন আছে। আমরা এই গোরস্থান কমিটির সদস্য সহ এলাকাবাসী উক্ত জমি পুনরুদ্ধরের জন্য মানববন্ধনের আয়োজন করিয়াছি। জমি উদ্ধারের আপনাদের সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।

উক্ত মানব বন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর কেন্দ্রীয়

গোরস্থান কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক সামসুল আলম, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম.আর বাবু, সাবেক কমিশনার হযরত আলী, হাজী আঃ মজিদ, মুন্সী খোকন, মিনহাজ আলী, আবু হানিফ,নাসু মিয়া, প্রমুখ।

মেহেরপুরে ১ দফা দাবিতে সহকারী শিক্ষকদের মানববন্ধন

১০ম গ্রেড আমাদের দাবি নয় আমাদের অধিকার ১২ তম গ্রেড প্রবাস্তবানা প্রত্যাখ্যান করে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ১০ম গ্রেট বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদ মেহেরপুর আয়োজিত আজ রবিবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫ টার দিকে মেহেরপুরের প্রাথমিক টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) এর সামনে এ অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ১০ম গ্রেট বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদ মেহেরপুরের আহ্বায়ক শেখ রাসেল, সহকারী শিক্ষক শফিকুল ইসলাম মিন্টু ও মোঃ আক্তারুজ্জামান হীরা।

এসময় বক্তারা বলেন, সমযোগ্যতায় বিভিন্ন পদে দশম গ্রেড হলে আমাদের জন্য কেনো নয়?? তাই আমাদের দাবী গুলো মেনে নেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

১.যোগ্যতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে দশম গ্রেড দিতে হবে ২. শতভাগ পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে ৩. টাইম স্কেল পুনর্বহাল করতে হবে
৪. পিটিআই ও ইউ আরসির ইন্সট্রাক্টর সহ বিভিন্ন পদে বিভাগীয় প্রার্থীর সুযোগ দিতে হবে ৫. সময়সূচি ১০ টা থেকে ৩:০০ টা করতে হবে (কোমলমতি শিশুদের কথা বিবেচনা করে) ৬. টিফিন ভাতা (মাসিক মাত্র ২০০/-) বৃদ্ধি করতে হবে ৭. সরকারের প্রস্তাবিত সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ চাইনা ৮. প্রস্তাবিত ১২ তম গ্রেড ঘৃণা ভরে

প্রত্যাক্ষাণ করছি।

এছাড়াও তারা বলেন, ন্যায্যতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিক এর সহকারী শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের জন্য বৈষম্য বিরোধী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানউপদেষ্টার কাছে আমাদের প্রাণের দাবী বাস্তবায়নের জন্য সদয় অনুগ্রহ কামনা করছি।

এসময় সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি মো: নাজমুল হক লিটন, সহকারী শিক্ষক আহসান হাবীব, সহকারী শিক্ষক আফরোজা আক্তার, সহকারী শিক্ষক সুমাইয়া লাবনী, সহকারী শিক্ষক মীর সাদিক ইসলাম, সহকারী শিক্ষক নাজমুল হক লিটন, সহকারী শিক্ষক আশাদুল, সহকারী শিক্ষক আজাহার, সহকারী শিক্ষক মেহেদী, সহকারী শিক্ষক রুনা লায়লা, সহকারী শিক্ষক মাহাবুব সহকারী শিক্ষক রোকিবুজ্জামান রাজন, সহকারী শিক্ষক শিফলু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের মানববন্ধন

গ্রেড বৈষম্য দূর করতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সামনে এ কর্মসূচির আযোজন করে পিটিআইএ প্রশিক্ষণরত শিক্ষকরা। এতে শিক্ষক রাসেদুজ্জামান রাসেল, সাগর হোসেন, আসাদুজ্জামান সজল, মাহমুদুল হাসান, সেবিনা খাতুন, শাম্মী ইসলাম,আইরিচ নাহারসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, সহকারী শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান। সেই সাথে শিক্ষকদের ১২ তম গ্রেডে উন্নীতকরণ প্রস্তাব বাতিল করে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবী জানান।